একটি শহরে একটি মিষ্টি মেয়ে থাকতো । মেয়েটা যতটা দেখতে সুন্দর ততটাই ভালো স্বভাবের । সবচেয়ে বেশি সুন্দর তার চোখ জোড়া । কিন্তু সে চোখে দেখতে পায় না । চোখে না দেখতে পাওয়ার কারণে মেয়েটির দুষ্টু কাজিন আর তার বন্ধুরা ওকে অনেক হেনস্থা করে । একদিন যখন কাজিন আর তার দলবল মেয়েটিকে বিরক্ত করছিল তখন মেয়েটি ওদের বললো ,"যে চোখের জন্য তোমাদের এত বড়াই , সেই চোখই তোমাদের জীবনে সমস্যার কারণ হবে ।" "সুনয়না , তোর মনে হয় চোখের সাথে এবার মাথাও খারাপ হয়ে গেছে । চোখের জন্য নাকি আমাদের সমস্যা হবে ।" এ কথা বলে শ্রুতি আর তার বন্ধুরা চলে গেল ঘুরতে । সুনয়না , সেই মিষ্টি মেয়েটার নাম । আর শ্রুতি ওর চাচাতো বোন । বয়সে সুনয়না শ্রুতি থেকে এক বছরের ছোট আর স্বভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত । রবীন্দ্রসরোবরে সবাই সেলফি তুলতে ব্যস্ত ,শুধু দূরে একা বসে আছে রিয়্যেনা, শ্রুতির বেস্ট ফ্রেন্ড ।মনে মনে বেশ ভয় পেয়ে আছে , সুনয়নার কথা তে । সত্যি যদি ওরা বিপদে পড়ে । শ্রুতির কাছে গিয়ে বললো , "দেখ সুনয়নাকে এভাবে বিরক্ত করা আমাদের উচিত হচ্ছে না । তোকে আগেও অনেক বার বারণ করেছি , কিন্তু তুই শুনিসনি । আজকে ওর কথা শুনে আমার অনেক টেনসন হচ্ছে ।" " তুই একটা আস্ত ভীতুর ডিম রিয়্যেনা । আড্ডা দিতে না চাইলে চলে যা , জ্ঞান দিস না ।" শ্রুতির কথাতে মন খারাপ করে সেখান থেকে চলে আসে রিয়্যেনা । রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা কফি চকলেট প্যাকেট থেকে বের করে মুখে দিল , কিছুক্ষণ পর তার চকলেটের স্বাদটা অন্য রকম মনে হলো কেমন জানি রাবারের মতো । বিরক্ত হয়ে মুখ থেকে হাতে নিল চকলেট আর দেখল সেটা একটা চোখ টিকটিকির চোখ ............. সন্ধ্যা সাতটা । চিন্তিত মুখে বসে আছে রিয়া , রিয়্যেনার যমজ বোন । মাত্রই রিয়্যেনার জ্ঞান ফিরেছে , পাশে বসে আছে শ্রুতি , তনিম আর ফয়সাল জ্ঞান ফিরতেই তনিভ রিয়্যেনা কে বললো, " কিরে তুই চকলেট দেখে কেনো অজ্ঞান হয়ে গেলি?" -"ওটা চকলেট ছিল না । চোখ ছিল টিকটিকির " "কি যা তা বলছিস রে রিয়্যেনা , তোদের প্রতিবেশী রাকিব বলেছে তুই রাস্তার মাঝে একটা আধ খাওয়া চকলেট হাতে দাড়িয়ে চিৎকার করছিলিস তারপর জ্ঞান হারিয়েছিস । ও ই তো তোকে বাসায় নিয়ে এসেছে । " "শ্রুতি আমার বোন কখনো যা তা বলে না , ও যখন জ্ঞান হারিয়েছে অবশ্যই গুরুতর কিছু হয়েছে । তোমরা এখন আসতে পারো , রিয়্যেনার বিশ্রাভ প্রয়োজন ।"- কিছুটা রাগ হয়েই রিয়া বলল। সবাই চলে যাবার পর রিয়্যেনা বললো , " বিশ্বাস কর রিয়া ওটা চোখ ছিল , আমি মিথ্যা বলছি না , সুনয়নার কথা সত্যি হচ্ছে , চোখ সমস্যার কারণ হবে....." রিয়া নিজের বোন কে অবিশ্বাস করে না তবে যা বলছে তা বিশ্বাস করাও কঠিন । রিয়া মনে মনে ভাবলো একবার সুনয়নার সাথে দেখা করা দরকার । সুনয়না চোখে দেখতে না পেলেও সামন্য শব্দ তেও বলে দিতে পারে ওর কাছাকাছি কে আছে , শ্রুতি বাসায় ফিরতেই রিয়্যেনার খবর জানতে চাইল সুনয়না । শ্রুতি কিছু না বলেই নিজের রুমে চলে গেল । একবারও ভেবে দেখলো না রিয়্যেনা অসুস্থ সেটা সুনয়নার জানার কথা না , কিভাবে জানলো ও.......... রাতের খাবার শেষে তনিম শুয়ে শুয়ে গান শুনছে , একটু আগেই রিয়্যেনার সাথে ফোনে কথা হলো, মেয়েটা এখনো সেই এক কথা বলে চলেছে , চকলেটের প্যাকেটে চোখ ছিল আর সুনয়নার কথা সত্যি হচ্ছে । তনিম ভাবছে , রিয়্যেনা এমনি মানসিক চাপে ছিল কিছুদিন ধরে তাই এমন উদ্ভট ব্যাপার কল্পনা করছে । এমন সময় হঠাৎ তনিমের রুমের বাইরে কিছু পড়ার আওয়াজ ঘড়িতে তখন রাত দুটো বেজে চল্লিশ মিনিট , বাসার সবাই ঘুমিয়ে গেছে, রুম থেকে বের হয়ে তনিম কিছুই পেল না । সে ভাবলো মনের ভুল । ওয়াশরুমে গিয়ে আয়না তে দেখে তার চোখের মনি দুটো নীল হয়ে গেছে , তার চোখ তো নীল না কালো তনিম ভালো ভাবে চোখে পানি দিল কিন্তু তাতেও লাভ হলো না । এতো রাতে মা বাবা কে ডাকাও উচিত না । ফোন দিল ফয়সাল কে । সব শুনে ফয়সাল ঘুমাতে বললো । সকালে উঠে তনিম দেখে তার চোখ স্বাভাবিক , তবে কি রাতের ঘটনাটা মনের ভুল ছিল ............ তনিমের প্রিয় পোষা বিড়াল মিউমিউ তার কাছে আসছে না কেমন যেন ভয় পাচ্ছে ওকে । মনে অনেক গুলো প্রশ্ন নিয়ে কলেজের উদ্দেশ্যে বের হলো সে । কলেজ গেটের কাছাকাছি আসতেই তার বাইকের সামনে আসল একটা মেয়ে নীল চোখের । "তোমার সময় শেষ " কথাটা বলেই উধাও হয়ে গেল মেয়েটা । (চলবে......)